বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

অর্থ বৎসর-২০০৪-২০০৫

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের ১১ টি এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২৬টি কার্যালয়

বিদ্যুৎ বিভাগ-বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(প্রথম খন্ড)

অডিটের সংক্ষিপ্তসার

(Executive Summary)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়,

অডিট ভবন, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ ঃ.....১৬.১২.১৪১৪.....বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ----------
৩০.০৩.২০০৮.....খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালকের প্রত্যয়ন পত্র

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তর-নিরীক্ষার আওতায় নমুনামূলক নিরীক্ষা ও শতকরা হার ভিত্তিতে নিরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রাপ্ত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, বিদ্যমান সিস্টেম লস ও ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত আপত্তিসমূহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশ সমূহের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা ডেসা ও পিডিবি এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখঃ ০৪.১২.১৪১৪ বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ ১৮.০৩.২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আব্দুল বাছেত খান)
মহা পরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

অডিটের পটভূমি

(Background of Audit)

নিরীক্ষা অর্থ বছর **(Audited Year)**	ঃ	২০০৪-২০০৫।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান **(Audited Unit)**	ঃ	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের ১১টি এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২৬টি কার্যালয়।
নিরীক্ষার প্রকৃতি **(Nature of Audit)**	ঃ	ফাইন্যান্সিয়াল অডিট (Financial Audit)
নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহ **(Audit Methodology)**	ঃ	বিশ্লেষণাত্মক (Analytical)
নিরীক্ষা কৌশল **(Audit Approach)**	ঃ	নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ভাউচিং অডিট (vouching Audit based on sampling)
নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের কৌশল **(Audit Information Collection Technique)**	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ ও রেকর্ডপত্রের দৈবচয়ন যাচাই (Issuance of Requisition and random examination of Records)।
নিরীক্ষা তথ্যসমূহের ধরণ **(Pattern of Audit Information)**	ঃ	মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্যসমূহ (Basic information found at field level)

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্যসমূহ

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান (Audited Units) ঃ (ক) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত নিম্নোক্ত কার্যালয়সমূহ ঃ

১। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, লালবাগ, ঢাকা।

২। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, নারিন্দা, ঢাকা।

৩। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা।

৪। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, কাজলা, ঢাকা।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, কিল্লারপুল, নারায়ণগঞ্জ (পূর্ব)।

৬। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, আজিমপুর, ঢাকা।

৭। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, উন্নয়ন বিভাগ-২, ডেসা, গুলশান, ঢাকা।

৮। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, জুরাইন, ঢাকা।

৯। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, ধানমন্ডি, ঢাকা।

১০। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

১১। পরিচালকের কার্যালয়, ক্রয় ও ভান্ডার ব্যবস্থাপনা পরিদপ্তর, ডেসা, ঢাকা।

(খ) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভুক্ত নিম্নোক্ত কার্যালয় সমূহ ঃ

১। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, খুলনা।

২। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, সিলেট।

৩। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, কদমতলী, সিলেট।

৪। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

৬। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, কিশোরগঞ্জ।

৭। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, জামালপুর।

৮। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, রাজশাহী।

৯। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, রাজশাহী।

১০। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, পাবনা।

১১। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, বগুড়া।

১২। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, রংপুর।

১৩। আবাসিক প্রকৌশলীর কার্যালয়, সুনামগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ বিউবো, সুনামগঞ্জ।

১৪। আবাসিক প্রকৌশলীর কার্যালয়, হবিগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, হবিগঞ্জ।

১৫। আবাসিক প্রকৌশলীর কার্যালয় (নির্বাহী), সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, সিরাজগঞ্জ।

১৬। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, ওয়েষ্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ (ওজোপাডিকো লিঃ), খুলনা।

১৭। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, মৌলভীবাজার।

১৮। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, চাঁদপুর।

১৯। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গাইবান্ধা।

২০। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, স্টেডিয়াম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

২১। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

২২। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, কক্সবাজার।

২৩। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ওয়েষ্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ (ওজোপাডিকো লিঃ) বাগেরহাট।

২৪। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, বরিশাল।

২৫। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ফেনী।

২৬। নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, খুলশী, চট্টগ্রাম।

২—

অডিট ফাইন্ডিংস এর সংক্ষিপ্ত সার
(Summary of Audit Findings)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	জড়িত টাকা
	ক) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ	
১।	নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সিস্টেম লসের ফলে ডেসার ক্ষতি।	২৫,১২,৬৯,৪৮১
২।	সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ অনাদায়ী।	৪,১৬,৭০,৮০৫
৩।	উন্নয়নমূলক কাজে পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করায় ক্ষতি।	১৪,৯৮,২৯৫
৪।	আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের মূল্য নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ক্ষতি।	৯২,৭৬,৬৪১
৫।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পেনাল রেইটে বিদ্যুৎ বিল দাবি না করে শূন্য ইউনিটের বিল দাবি করায় ডেসার রাজস্ব ক্ষতি।	১৭,৩৯,০৯৬
৬।	ভান্ডারে মালামাল/যন্ত্রাংশ ঘাটতিজনিত ক্ষতি।	৪,৪১,১৩,০৭২
	মোট=	**৩৪,৯৫,৬৭,৩৯০**
	খ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	
৭।	নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সিস্টেম লসের কারণে বোর্ড/সরকারের ক্ষতি।	১৮,৯৪,০৭,১০০
৮।	সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকগণের নিকট দীর্ঘদিনের বকেয়া আদায়ের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনাদায়ী।	৫,৫০,৬৮,৩৭৩
৯।	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে হস্তান্তরিত গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ অনাদায়ী।	৭৩,৮৪,৭৯৮
১০।	পুনঃ সংযোগ প্রদানকৃত গ্রাহকের বিল আদায় না করায় বোর্ডের ক্ষতি।	৩,০২,০১৯
১১।	মালামাল ইস্যুর পর চাহিদাপত্রে কাটাকাটি/ঘষামাজা করে ইস্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিয়ে এবং লেজার হতে মালামালের হিসাব বাদ দেয়ার ফলে বোর্ডের ক্ষতি	৫,৩৮,২২৫
১২।	অস্থায়ী সংযোগ গ্রহণকারী গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল জারি না করায় বোর্ডের ক্ষতি।	৫,৭৮,৫৫০
১৩।	নিখোঁজ গ্রাহকগণের নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করায় ক্ষতি।	১,০২,৮৩,৩৯৬
	মোট=	**২৬,৩৫,৬২,৪৬১**
	ক) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ	**৩৪,৯৫,৬৭,৩৯০**
	খ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	**২৬,৩৫,৬২,৪৬১**
	সর্বমোট (ক+খ)=	**৬১,৩১,২৯,৮৫১**

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

(Causes of Irregularities and Losses)

- ❑ সরকার/বোর্ডের আদেশ যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- ❑ সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট হতে বকেয়া বিল আদায় না করা।
- ❑ সিস্টেম লস অনুমোদিত/নির্ধারিত সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণে না রাখা।
- ❑ অবৈধ সংযোগ, মিটার নষ্ট, মিটার টেম্পারিং, বাইপাস লাইন ইত্যাদি প্রতিরোধ না করা।
- ❑ শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করা।
- ❑ ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৩ এর বিধানসমূহ অনুসরণ না করা।
- ❑ অধস্তন কর্মকর্তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং এবং সুপারভাইজ না করা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু (Management Issues)

- ❑ সিষ্টেম লস নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা।
- ❑ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকগণের নিকট হতে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ❑ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করার ফলে বিপুল অঙ্কের বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী থাকা।
- ❑ পি পি আর-২০০৩ এর বিধান লঙ্ঘন।
- ❑ দুর্বল সুপারভাইজিং এবং মনিটরিং।
- ❑ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় জমাকৃত ডেসা/বোর্ডের রাজস্ব যথাসময়ে ডেসা/বোর্ডের হিসাবে স্থানান্তর না করা।

অডিটের সুপারিশ

(Suggestions)

- রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নিরূপণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা কর্তৃক গৃহীত বিদ্যুৎ বিলের অর্থ যথাসময়ে ডেসা/বোর্ডের হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক।
- বকেয়া বিল আদায়ের ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে রাখার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- পি পি আর-২০০৩ এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অবৈধ সংযোগ, মিটার টেম্পারিং, বাইপাস লাইন, ইত্যাদি প্রতিরোধকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সর্বক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

অর্থ বৎসর-২০০৪-২০০৫

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের ১১ টি এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২৬টি কার্যালয়

বিদ্যুৎ বিভাগ- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(দ্বিতীয় খন্ড)

মূল অডিট আপত্তি

(Original Audit Objections)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়,

অডিট ভবন, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ.....বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মন্তব্য	ক
২.	অডিট ফাইন্ডিংস এর সংক্ষিপ্ত সার	খ
৩.	অডিট ফাইন্ডিংস এর বিস্তারিত বিবরণ	১-১৩
৩.১	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ	১-৬
৩.২	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	৭-১৩

খ

অডিট ফাইন্ডিংস এর সংক্ষিপ্ত সার

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির বিবরণ	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
	ক) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ		
১।	নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সিস্টেম লসের ফলে ডেসার ক্ষতি।	২৫,১২,৬৯,৪৮১	১
২।	সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ অনাদায়ী।	৪,১৬,৭০,৮০৫	২
৩।	উন্নয়নমূলক কাজে পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করায় ক্ষতি।	১৪,৯৮,২৯৫	৩
৪।	আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের মূল্য নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ক্ষতি।	৯২,৭৬,৬৪১	৪
৫।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পেনাল রেইটে বিদ্যুৎ বিল দাবি না করে শূন্য ইউনিটের বিল দাবি করায় ডেসার রাজস্ব ক্ষতি।	১৭,৩৯,০৯৬	৫
৬।	ভান্ডারে মালামাল/যন্ত্রাংশ ঘাটতিজনিত ক্ষতি।	৪,৪১,১৩,০৭২	৬
	মোট=	**৩৪,৯৫,৬৭,৩৯০**	
	খ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড		
৭।	নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সিস্টেম লসের কারণে বোর্ড/সরকারের ক্ষতি।	১৮,৯৪,০৭,১০০	৭
৮।	সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকগণের নিকট দীর্ঘদিনের বকেয়া আদায়ের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনাদায়ী।	৫,৫০,৬৮,৩৭৩	৮
৯।	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে হস্তান্তরিত গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ অনাদায়ী।	৭৩,৮৪,৭৯৮	৯
১০।	পুনঃ সংযোগ প্রদানকৃত গ্রাহকের বিল আদায় না করায় বোর্ডের ক্ষতি।	৩,০২,০১৯	১০
১১।	মালামাল ইস্যুর পর চাহিদাপত্রে কাটাকাটি/ঘষামাজা করে ইস্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিয়ে এবং লেজার হতে মালামালের হিসাব বাদ দেয়ার ফলে বোর্ডের ক্ষতি	৫,৩৮,২২৫	১১
১২।	অস্থায়ী সংযোগ গ্রহণকারী গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল জারি না করায় বোর্ডের ক্ষতি।	৫,৭৮,৫৫০	১২
১৩।	নিখোঁজ গ্রাহকগণের নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করায় ক্ষতি।	১,০২,৮৩,৩৯৬	১৩
	মোট=	**২৬,৩৫,৬২,৪৬১**	
	ক) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ	**৩৪,৯৫,৬৭,৩৯০**	
	খ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	**২৬,৩৫,৬২,৪৬১**	
	সর্বমোট (ক+খ)=	**৬১,৩১,২৯,৮৫১**	

অনুচ্ছেদ নং- ১

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সিস্টেম লসের ফলে ডেসার ক্ষতি ২৫,১২,৬৯,৪৮১.০০ (পঁচিশ কোটি বার লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশত একাশি) টাকা।

বিষয়বস্তুঃ

- ডেসার ৬টি কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- উক্ত কার্যালয়সমূহে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অফিস কর্তৃক নির্ধারিত সিস্টেম লস অপেক্ষা বেশী সিস্টেম লস করা হয়েছে।
- উক্ত সীমাতিরিক্ত সিস্টেম লসের কারণে ডেসার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২৫,১২,৬৯,৪৮১ টাকা (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- নির্ধারিত সীমার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ব্যর্থ হয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- সিস্টেম লস কমানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- আপত্তিকৃত লসের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় কম হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবে অডিট আপত্তির বস্তুনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সিস্টেম লস নির্ধারিত সীমার মধ্যে সীমিত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।
- সিস্টেম লস নির্ধারিত সীমার মধ্যে সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন প্রতিষ্ঠানের উক্ত অর্থের ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সিস্টেম লস কমানোর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে সিস্টেম লসের পরিমাণ সীমিত রাখতে ব্যর্থতার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- দায়ী-ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২

শিরোনাম ঃ সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকগণের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ অনাদায়ী ৪,১৬,৭০,৮০৫.০০ (চার কোটি ষোল লক্ষ সত্তর হাজার আটশত পাঁচ) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা নারায়ণগঞ্জ (পূর্ব) ও আজিমপুর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- উক্ত ২টি অফিস কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলেও সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হয়নি।
- এতে ডেসার বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী রয়েছে ৪,১৬,৭০,৮০৫ টাকা (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি পি ডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ (এ) ধারা অনুসরণ করে বকেয়া আদায় করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বিদ্যুৎ বিলের টাকা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব সুনির্দিষ্ট এবং প্রমাণ নির্ভর নহে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জরুরি ভিত্তিতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ী অর্থ যথাসময়ে আদায় না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ৩

শিরোনাম ঃ উন্নয়নমূলক কাজে পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করায় ক্ষতি ১৪,৯৮,২৯৫.০০ (চৌদ্দ লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত পঁচানব্বই) টাকা ।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন বিভাগ-২, ডেসা, গুলশান, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- ডেসার আওতাধীন কামরাঙ্গীরচর এলাকায় ১৩২/৩৩/১১ কেভি সাব-ষ্টেশনের নিচু জমি ড্রেজার দ্বারা মাটি ভরাট কাজের বিলে ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
- একই এলাকায় স্লোপ প্রোটেকশন কাজের বিল পরিশোধের সময়ও ৪.৫% ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
- এতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১৪,৯৮,২৯৫ টাকা (পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- পানি উন্নয়ন বোর্ড নারায়ণগঞ্জ এর ড্রেজার বিভাগের পত্র নং-নাড্রেবি/উ-২/৪৮.২ তারিখঃ-৬-৬-২০০৪ এ ভ্যাট কর্তনের নির্দেশ থাকলেও তা করা হয়নি।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এস, আর ও নং-১১৬-আইন/২০০২/৩৪১-মূসক, তারিখঃ-০৬-৬-২০০২ এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আলোচ্য ক্ষেত্রে পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করার নির্দেশ থাকলেও তা করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- আঞ্চলিক হিসাব অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায়সহ তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৪

শিরোনাম ঃ আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের মূল্য নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ক্ষতি ৯২,৭৬,৬৪১.০০ (বিরানব্বই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শত একচল্লিশ) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- পরিচালক, ক্রয় ও ভান্ডার ব্যবস্থাপনা পরিদপ্তর, ডেসা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- পি ও নং পিএস ১/ক্রয়-২/০৯ তারিখঃ-২৪-৮-২০০২ এর মাধ্যমে ৪ মাস সময়ের মধ্যে ৩২ প্রকার যন্ত্রাংশ সরবরাহের লক্ষ্যে ১২-১২-২০০২ তারিখে ০০৩৩/০২/০১/০২৯১ নম্বর এল সি খোলা হয়।
- সুইডেনের মেসার্স এবিবি ইউটিলিটি কর্তৃক ৩-৭-২০০৩ তারিখের ইনভয়েসের মাধ্যমে প্রেরণ করে।
- উক্ত তারিখে সুইডেনের মুদ্রা ক্রোনা এর সাথে বাংলাদেশী মুদ্রার বিনিময় হার ছিল ৫.৭৭ টাকা।
- কিন্তু যথাসময়ে অর্থ পরিশোধ না করে ১২/২০০৪ মাসে ৯.২০ টাকা হারে ২৭,০৪,৫৬০ ক্রোনা পরিশোধ করা হয়।
- ফলে প্রতি ক্রোনা এর জন্য অতিরিক্ত (৯.২০-৫.৭৭)=৩.৪৩ টাকা হারে সর্বমোট ২৭,০৪,৫৬০×৩.৪৩= ৯২,৭৬,৬৪০.৮০ বা ৯২,৭৬,৬৪১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ক্ষতি ৯২,৭৬,৬৪১ টাকা।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- আমদানীকৃত মালামাল খালাসের জন্য বি, টি, আর, সি, সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য প্রচুর সময় ক্ষেপণ হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জরুরি ভিত্তিতে অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশগুলো আমদানী করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে মালামাল খালাসের অনুমোদন গ্রহণ ও মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৫

শিরোনাম ঃ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পেনাল রেইটে বিদ্যুৎ বিল দাবি না করে শূন্য ইউনিটের বিল দাবি করায় ডেসার রাজস্ব ক্ষতি ১৭,৩৯,০৯৬ (সতের লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছিয়ানব্বই) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, ধানমন্ডি, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- গ্রাহকগণ কর্তৃক তাঁদের আঙ্গিনায় স্থাপিত মিটার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের মিটার রিডিং বই-এ উল্লেখ আছে গ্রাহকের মিটার নেই।
- বিদ্যুৎ বিভাগের ট্যারিফ বিধি ২৪.১.২ এর নির্দেশানুযায়ী গ্রাহক প্রাঙ্গণে রক্ষিত বোর্ডের বৈদ্যুতিক সুযোগ সুবিধা গ্রাহক যখন নষ্ট করে তখন উক্ত বিধির ১৭.১ ধারা অনুযায়ী পেনাল রেইটে অর্থাৎ মূল হারের ৩ গুণ বেশি হারে বিল দাবিযোগ্য।
- এতে ডেসার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১৭,৩৯,০৯৬ টাকা (পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- উক্ত বিভাগ কর্তৃক মিটার সংরক্ষণে ব্যর্থ গ্রাহকের বিল ব্যবহৃত লোড অনুযায়ী পেনাল রেইটে দাবিযোগ্য হলেও তা না করে "শূন্য" ইউনিট ধরে বিল করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- উল্লিখিত গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ ব্যবহার নেই অর্থাৎ নিয়মিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না। ফলে মিনিমাম ইউনিটের বিল দাবি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মিটার রিডিং বই-এ উল্লেখ আছে যে, গ্রাহকের আঙ্গিনায় মিটার নেই এবং মিটার না থাকার কারণও উল্লেখ নেই। মিটার সংরক্ষণে ব্যর্থতার জন্য পেনাল রেইটে বিল দাবি করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণের নিকট হতে উল্লিখিত অর্থ আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৬

শিরোনাম ঃ ভান্ডারে মালামাল/যন্ত্রাংশ ঘাটতিজনিত ক্ষতি ৪,৪১,১৩,০৭২.০০ (চার কোটি একচল্লিশ লক্ষ তের হাজার বাহাত্তর) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- পরিচালক, ক্রয় ও ভান্ডার ব্যবস্থাপনা পরিদপ্তর, ডেসা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৪-০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- ভান্ডার মালামালের ২৯-৯-২০০৫ তারিখে বাৎসরিক বাস্তব প্রতিপাদনকালে উন্নয়ন ভান্ডারে ৪,৩৪,০২,৪৮৭.৮৬ টাকা এবং রাজস্ব ভান্ডারে ৭,১০,৫৮৪.১২ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৪,৪১,১৩,০৭১.৯৮ টাকা মূল্যের মালামাল/যন্ত্রাংশ ঘাটতি পাওয়া যায়।
- এ বিষয়ে নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত (৩০-৩-২০০৬ হতে ৮-৪-২০০৬ পর্যন্ত) কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে।
- সংস্থার ভান্ডার ঘাটতি জনিত ক্ষতি হয়েছে ৪,৪১,১৩,০৭২ টাকা (পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সিপিডব্লিউ ডি কোডের ১২০ ও ১২১ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ভান্ডার মালামাল রক্ষণাবেক্ষণে ক্ষতি ও ঘাটতির জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব প্রমাণ নির্ভর না হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। এই পর্যন্ত এতদ্‌বিষয়ে কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণের প্রমাণক পরিলক্ষিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৭

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সিস্টেম লস এর কারণে বোর্ড/সরকারের ক্ষতি ১৮,৯৪,০৭,১০০.০০ (আঠার কোটি চুরানব্বই লক্ষ সাত হাজার একশত টাকা) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ১৭টি কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- উক্ত ১৭টি কার্যালয়ে নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সিস্টেম লস করা হয়েছে।
- ফলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১৮,৯৪,০৭,১০০ টাকা [পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- নির্ধারিত সীমার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ব্যর্থ হয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- সিস্টেম লস কামানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- অচল মিটার, গ্রাহককে মিনিমাম চার্জ সুবিধা প্রদান, মিটার রিডিং সামারী ও ফিডার ভিত্তিক এম ও ডি সংরক্ষণ না করা, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার রোধে ব্যর্থ হওয়া, মিটার টেম্পারিং ইত্যাদি কারণে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নির্ধারিত টার্গেটের মধ্যে সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে সিস্টেম লস রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং- ৮

শিরোনাম ঃ সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট দীর্ঘদিনের বকেয়া আদায়ের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনাদায়ী ৫,৫০,৬৮,৩৭৩.০০ (পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশত তিয়াত্তর) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ১২ (বার)টি কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- উক্ত ১২টি কার্যালয়ের আওতাধীন বিল পরিশোধ না করায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলেও বকেয়া আদায়ের কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
- ফলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৫,৫০,৬৮,৩৭৩ টাকা (পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি পি ডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ (এ) ধারা মোতাবেক যাবতীয় পাওনা আদায়ের জন্য বিভাগীয় প্রধান দায়ী।
- বিদ্যুৎ আইনের ২৮ ধারার ২৮.১ উপধারা মোতাবেক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ৯০ দিনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করার কারণসমূহ দূরীভূত করতে গ্রাহক ব্যর্থ হলে বিউবো সংযোগ চুক্তি বাতিল করতে পারে এবং বকেয়া টাকা সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে আদায় করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে। ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বকেয়া টাকা আদায়ের কোনো প্রমাণক অডিটকে দেখানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বকেয়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং- ৯

শিরোনাম ঃ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে হস্তান্তরিত গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ অনাদায়ী ৭৩,৮৪,৭৯৮.০০ (তিয়াত্তর লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশত আটানব্বই) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- আবাসিক প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, সুনামগঞ্জ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি-২, রাজশাহী কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- উল্লিখিত বিভাগে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে হস্তান্তরিত গ্রাহকদের নিকট হতে বকেয়া আদায় করা হয়নি।
- ফলে বোর্ডের ক্ষতি হয়েছে ৭৩,৮৪,৭৯৮ টাকা (পরিশিষ্ট-৯ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সিপিডব্লিউ-এ কোডের ১৭৭(এ) ধারা মোতাবেক রাজস্ব আদায় এবং জমা হালনাগাদ নিশ্চিত করা অফিস প্রধানের দায়িত্ব।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সাথে বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে চুক্তি মোতাবেক পত্রালাপ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণক পরিলক্ষিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বকেয়া সৃষ্টির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনাদায়ী টাকা আদায় করে বোর্ডের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০

শিরোনাম ঃ পুনঃ সংযোগ প্রদানকৃত গ্রাহকের বিল আদায় না করায় বোর্ডের ক্ষতি ৩,০২,০১৯.০০ (তিন লক্ষ দুই হাজার উনিশ) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, বগুড়া কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- উল্লিখিত বিভাগ কর্তৃক মুর্শিদী তেল মিল, বগুড়াকে ২৬-৭-২০০৪ তারিখে পুনঃ সংযোগ দেয়া হলেও ১২/২০০৫ মাস পর্যন্ত কোনো বিল দাবি করা হয়নি।
- এতে বোর্ডের রাজস্ব ক্ষতি ৩,০২,০১৯ টাকা (পরিশিষ্ট ১০ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- পুনঃ সংযোগ প্রদানকৃত গ্রাহকের বিল আদায় না করায় ক্ষতি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- অনাদায়ী অর্থ আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংযোগ প্রদানের তারিখ ২৬-৭-২০০৪খ্রিঃ হতে ১২/২০০৫ মাস পর্যন্ত সময়ের বিদ্যুৎ বিল লোড অনুযায়ী দাবি করতঃ অনাদায়ী অর্থ আদায় করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১১

শিরোনাম ঃ মালামাল ইস্যুর পর চাহিদাপত্রে কাটাকাটি/ঘষামাজা করে ইস্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিয়ে এবং লেজার হতে মালামালের হিসাব বাদ দেয়ার ফলে বোর্ডের ক্ষতি ৫,৩৮,২২৫.০০ (পাঁচ লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশত পঁচিশ) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, বগুড়া কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- উক্ত বিভাগ কর্তৃক চাহিদা পত্রে কাটাকাটি/ঘষামাজা করে মালামাল ইস্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি এবং লেজার হতে মালামালের হিসাব বাদ দেয়ায় বোর্ডের ৫,৩৮,২২৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-১১ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- চাহিদাপত্র কাটাকাটি/ঘষামাজা এবং লেজার হতে মালামালের হিসাব বাদ দেয়ায় ক্ষতি হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- আপত্তিটির ব্যাপারে ইতোমধ্যে একটি দাপ্তরিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কর্তৃক দেয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় অফিসের জবাব স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১২

শিরোনাম ঃ অস্থায়ী সংযোগ গ্রহণকারী গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল জারি না করায় বোর্ডের ক্ষতি ৫,৭৮,৫৫০.০০ (পাঁচ লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা ।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- স্পীড ট্রেক (প্রাঃ) লিঃ হাউজিং ষ্টেট, চট্টগ্রামকে ৭-৭-২০০৪ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়।
- কিন্তু ০৭-৭-২০০৪ হতে ৩১-১-২০০৬ পর্যন্ত ১৯ মাস আলোচ্য গ্রাহকের নিকট বিল ইস্যুপূর্বক অর্থ আদায় করা হয়নি।
- ফলে বোর্ডের ৫,৭৮,৫৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-১২ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- অস্থায়ী সংযোগ গ্রহণকারী গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল জারি না করায় বোর্ডের ক্ষতি হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- নথিপত্র পরীক্ষা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব অন্তর্বর্তীকালীন। বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার পর গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিল জারি এবং অর্থ আদায় না করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিল জারি এবং অর্থ আদায় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- জড়িত টাকা আদায় করে বোর্ডের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৩

শিরোনাম ঃ নিখোঁজ গ্রাহকদের নিকট সারচার্জসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় না করায় ক্ষতি ১,০২,৮৩,৩৯৬.০০ (এক কোটি দুই লক্ষ তিরাশি হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৫ (পাঁচ) টি কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়,
- উল্লিখিত ৫টি বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট হতে সারচার্জসহ বিদ্যুৎ বিলের টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ বকেয়া রয়েছে। আদায়ের কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- এতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ১,০২,৮৩,৩৯৬ টাকা (পরিশিষ্ট-১৩ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি পি ডব্লিউ এ কোডের প্যারা ১৭৭ (এ) অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিল বাবদ রাজস্ব হালনাগাদ আদায় এবং জমা নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের দায়িত্ব।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- সার্টিফিকেট মামলা দায়ের প্রক্রিয়া চলছে ।
- আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- যাচাই বাছাই করে অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- রাজস্ব আদায় প্রচেষ্টার অনুকূলে কোনো ধরনের প্রমাণপত্র পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বকেয়া টাকা আদায় করে রাজস্ব খাতে জমা করা আবশ্যক।

তারিখ ঃ.....বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ আব্দুল বাছেত খান)
মহা পরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

মহাপরিচালকের প্রত্যয়ন পত্র

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তর-নিরীক্ষার আওতায় নমুনামূলক নিরীক্ষা ও শতকরা হার ভিত্তিতে নিরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রাপ্ত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, বিদ্যমান সিষ্টেম লস ও ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত আপত্তিসমূহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশ সমূহের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা ডেসা ও পিডিবি এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ ঃ..... বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ আব্দুল বাছেত খান)
মহা পরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৭/০৮-২৯০৯ কম/এ, ৭১৩ বই, ২০০৭।